দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনিয়ম রোধে

সরকারী চাকুরীর বদলির ধারা-২ (পারসোনাল ম্যানুয়াল ৭.০১ এবং ৭.০২) না মানিয়া সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯৫% শিক্ষক 'ম্যানেজ' করিয়া আজীবন নিজস্ব এলাকায় চাকুরী করিয়া থাকেন। নিজস্ব এলাকায় চাকুরী করা সত্ত্বেও তাঁহারা বাড়ী ভাড়া ভাতা উত্তোলন করিয়া অস্থানীয় শিক্ষক অপেক্ষা দ্বিগুণ আর্থিক সুবিধা ভোগ করেন। অথচ স্থানীয় শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করেন না। তদুপরি স্থানীয় শিক্ষকগণের মধ্যে কাহারো বিরুদ্ধে ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে সরকারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থ আত্মসাৎ এবং বিদ্যালয়ের অস্থাবর সম্পত্তি নিজ বাড়ী-ঘরে পাচার করিবার অভিযোগ রহিয়াছে। কোন অস্থানীয় শিক্ষক এইসব অনিয়মের প্রতিবাদ করিলে তাঁহাকে স্থানীয় সন্ত্রাসী ও রাজনৈতিক দলের ক্যাডার দিয়া নির্যাতন করা হয় এবং পরে ধরপাকড় করিয়া দুর্গম এলাকায় বদলি করা হয়। আমি বহুবার নিজস্ব এলাকায় আজীবন কর্মরত স্থানীয় শিক্ষকদের অনিয়মের প্রতিবাদ করিয়া স্থানীয় সন্ত্রাসীদের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছি। আমাকে বার বার দুর্গম এলাকায় বদলি করিয়া আমার ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত করা হইয়াছে।

আমার বর্তমান কর্মস্থলেও প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক না থাকায় স্থানীয় শিক্ষকগণ বিদ্যালয়টির হর্তাকর্তা হইয়া আছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই বিগত ১৬ বৎসর ধরিয়া নিজস্ব এলাকায় কর্মরত। স্থানীয় রাজনৈতিক ক্যাডার ও সন্ত্রাসীদের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। তাহাদের অনিয়মের প্রতিবাদ করিলে আহত, নিহত কিংবা গুম হওয়ার আশংকা রহিয়াছে। সেই কারণে অনেক অনিয়ম মুখ বুঁজিয়া সহ্য করিতে বাধ্য হই। পরিশেষে নিজস্ব থানায় চাকুরী নিষিদ্ধকরণ, একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দশ বৎসরের অধিককাল কর্মরতদের অন্যত্র বদলি এবং শিক্ষা অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরে আজীবন কর্মরতদের প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বদলি করা হইলে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ৮০% কমিয়া যাইবে বলিয়া মনে করি। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জনৈক ভুক্তভোগী শিক্ষক।